ভোরের কাগজ

তাং 17 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক

বাজারে না এলেও পাওয়া যাচ্ছে কালোবাজারে

মানসুরা হোসাইন : মাদ্রাসার দাখিলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বাজারে না এলে ও কালোবাজারিদের মাধ্যমে গুদামঘর থেকেই প্রায় ৩০ শতাংশ বই বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাশাপাশি অভিযোগ উঠেছে। এবারের বইগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে ছাপা হয়েছে এবং বইগুলোর সঙ্গে নোটবই বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। মূল বই এর চেয়ে নোট বই প্রায় দ্বিগুণ, তিনগুণ বেশি দামে বিক্রি করা যায় বলে মাদ্রাসা বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা কর্মচারি এবং প্রকাশকদের একাংশ এ ধরনের নেতিবাচক কাজে লিপ্ত হয়েছে।

আগামী ১৮ জানুয়ারি শনিবার মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিলস্তরের বইগুলো বাজারে পাওয়া যাবে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ আগেই দাখিল স্তরের বইগুলো বাজারজাতকরণের সর্বশেষ প্রক্রিয়ায় বোর্ড কর্তৃক নম্বর প্রদান সম্পন্ন হয়ে গেছে।

এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের বাজার ক্রমেই ঘোলাটে আকার ধারণ করছে। বাজারে বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের ৮টি বইয়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে বলেও জানা গেছে। এই ৮টি বই হচ্ছে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম, সপ্তম শ্রেণীর অংক এবং ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর কৃষি বিজ্ঞান। এ সংকট সৃষ্টির সঙ্গেও এনসিটিবির কতিপয় কর্মকর্তা এবং প্রকাশকদের একাংশ জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাংলাবাজারের একাধিক প্রকাশক অভিযোগ করে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বাজারে না এলেও পাওয়া যাচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

বলেন, এনসিটিবি এবং সমিতির কোনো মনিটরিং না থাকায় বইয়ের বাজারে এ ধরনের নেতিবাচক ঘটনাগুলো ঘটছে। জানা যায়, বইয়ের সংকট সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি একটি বৈঠক করেছে এবং গতকাল ১৬ জানুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি চিঠি এনসিটিবির চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়েছে।

সমিতির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে মাত্র কয়েক দিন হলো ক্ষমতায় এসেছি। তাই গত বছর সমিতির কমিটিতে এ সংক্রান্ত দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন সেই সব কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এবং এনসিটিবি কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এখন এনসিটিবি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে অনুযায়ী কাজ হবে। তিনি আরো জানান, এক্ষেত্রে বই রিপ্রিন্টেরও সম্ভবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে উল্লেখ করেছিলেন, মাধ্যমিক স্তরের বই ২ জানুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে ১৪টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৭টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট ১৯টি বই বাজারে সরবরাহ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২ জানুয়ারি ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেছিলেন।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে কিছু সংখ্যক বই পৌঁছালেও অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা নতুন বইগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না।

ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার একজন অভিভাবক ডা. মাহমুদা বলেন, মেয়ের অষ্টম শ্রেণীর বই কিনে বইয়ের ভেতর মেয়ের নাম এবং মলাট লাগানোর পর সমাজ বইটি খুলে দেখা গেলো বইয়ের প্রায় ২ থেকে ৩টি পৃষ্ঠা এমনভাবে কাটা যে সেখানে কি আছে তা উদ্ধার করার জন্য মেয়েকে অন্য কারো বই-এর সাহায্য নিতে হবে। অন্য বইগুলোতেও অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আগে বোর্ডের বই নিয়ে ছাত্রছাত্রী ব অভিভাবকদের কোন মাথা ব্যথাই ছিলনা, কিন্তু মেয়ের বই কিনতে গিয়ে হাজারো ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে আরেকটি অভিযোগ হলো, পাঠ্যপুস্তকের কভার পরিবর্তন করা হলেও এনসিটিবি প্রকাশকদেরকে 'কভার পজিটিভ' সরবরাহ করেনি। তাহলে কভার কিভাবে পরিবর্তন হলো এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক দরদাতাদের কয়েকজন জানান, কভার পজিটিভের ব্যয় ভার বহন করেছে ৩টি সমিতি। এবং পজিটিভের নির্দেশনা ব ডিজাইন সরবরাহ করেছে এনসিটিবি। আর প্রতিবছরই নতুন কভার হচ্ছে এবং কভারের ক্ষেত্রে গত বছরের প্রক্রিয়াই এবার অনুসরণ করা হয়েছে। তাই এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, কভার পজিটিভ নিয়ে কোনো ঘাপলা হয়নি এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু এ বিষয়ে অভিযোগকারীদের বক্তব্য হলো, সরকারি কাজের ব্যয় ভার অন্য প্রতিষ্ঠানের বহন করা বেআইনি।